

## 💵 ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ছিয়াম (রোযা)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

প্রশ্ন: (৪১০) রোজাদার ভুলক্রমে পানাহার করলে তার সিয়ামের বিধান কী? কেউ এটা দেখলে তার করণীয় কী?

উত্তর: রামাযানের সাওম রেখে কেউ যদি ভুলক্রমে খানা-পিনা করে তবে তার সিয়াম বিশুদ্ধ। তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বিরত হওয়া ওয়াজিব। এমনকি খাদ্য বা পানীয় যদি মুখের মধ্যে থাকে এবং স্মরণ হয়, তবে তা ফেলে দেওয়া ওয়াজিব। সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল হচ্ছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»

"যে ব্যক্তি সাওম রেখে ভুলক্রমে পানাহার করে, সে যেন তার সিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ্ই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন।"[1] তাছাড়া ভুলক্রমে নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে তাকে পাকড়াও করা হবে না। আল্লাহ বলেন িত্রতি তিত্রতি করে তিত্রতি তিত্রতি তিত্রতি তিত্রতি তিত্রতি তির তিত্রতি তিত্রতি তিত্রতি তিত্রতি তালে তিত্রতি তিত্রতে তিত্রতি তিত্রতি তিত্রতি তিত্রতি তিত্রতি তিতে তিত্রতি তিত্রতি তিত

কেউ যদি দেখতে পায় যে ভুলক্রমে কোনো মানুষ খানা-পিনা করছে, তবে তার ওপর ওয়াজিব হচ্ছে, তাকে বাঁধা দেওয়া এবং সিয়ামের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কেননা তা গর্হিত কাজে বাধা দেওয়ার অন্তর্গত। নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

## ফুটনোট

- [1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সিয়াম, অনুচ্ছেদ: ভুলক্রমে পানাহার করা; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সিয়াম, অনুচ্ছেদ: ভুলক্রমে পানাহার করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।
- [2] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: গর্হিত কাজে বাধা দেওয়া ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।



• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1084

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন